যায়যায়দিন
১৯৮৪ থেকে
তারিখঃ ১৪-১০-২০২৩ (পৃঃ ১০)

পঞ্চগড়ে জলবায়ু সহনশীল ব্রি-ধান ৭৫-এ আগ্রহ বাড়ছে

■ পঞ্চগড় প্রতিনিধি

পঞ্চগড়ে জলবায়ু সহনশীল স্বল্প মেয়াদি ব্রি-ধান ৭৫ ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। এটি একটি উচ্চফলনশীল, খরা সহিষ্ণু স্বল্প মেয়াদি আমন ধানের জাত। প্রজনন পর্যায়ে সর্বোচ্চ ১৫ থেকে ২০ দিন বৃষ্টি না হলেও এ জাতটির ফলনের তেমন ক্ষতি হয় না। এবং ভূপৃষ্ঠ থেকে পানির স্তর ৭০ থেকে ৮০ সে.মি. নিচে থাকলে এবং মাটির আর্দ্রতা শতকরা ২০ ভাগের নিচে নেমে গেলেও ভালো ফলন দিতে সক্ষম। আগাম জাতের এই ধানে হেক্টরপ্রতি ফলন হচ্ছে ৩.৭৭ মেট্রিক টন। এ সময় গো-খাদ্যের সংকট থাকায় ধানের কাঁচা খড় অধিক দামের বিক্রয় করে অতিরিক্ত আয় করতে পারে কৃষক। আবার ওই জমিতে আগাম শীতকালীন ফসল আবাদ করতে পারে।

বুধবার আরডিআরএস কোর কম্প্রিহেনসিভ প্রোগ্রামের জলবায়ু সহনশীল শষ্য বিন্যাসের আওতায় ব্রিধান ৭৫ কর্তন উপলক্ষে পঞ্চগড় সদর উপজেলার চাকলাহাট ইউনিয়নের সর্দারপাড়া গ্রামে মাঠ দিবসের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পঞ্চগড় সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কামাল হোসেন সরকার। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা মতিউর হোসেন, আরডিআরএস বাংলাদেশের পঞ্চগড় অঞ্চলের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক (ক্ষুদ্রঋণ) আতিয়ার রহমান, টেশনিক্যাল কর্মকতা (কৃষি) রবিউল আলম, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সুপারভাইজার শফিকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চাকলাহাট ইউনিয়ন ফেডারেশনের চেয়ারম্যান শাহিদুর ইসলাম। মাঠ দিবসে চাকলাহাট ইউনিয়ন ফেডারেশনের সাধারণ সদস্যরা ছাড়াও এলাকার কৃষকরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কামাল হোসেন সরকার বলেন, ব্রি-ধান ৭৫ যেহেতু একটি খরা সহিষ্ণু ধানের জাত, তাই দেশের উত্তরাঞ্চলে বিশেষ করে এ অঞ্চলে এ ধানের সম্ভাবনা আরও বেশি। এই ধান আগাম জাতের হওয়ার ফলে দাম কৃষকরা বেশি পাবে এবং ধানের খড় গবাদি পশুর খাবার জোগান দেবে। যে সময় জমিটি পড়ে থাকত, সেখানে আগাম সরিষা, আলু চাষাবাদ করে কৃষকরা বেশি লাভবান হবে। অল্প সময়ে দুটি ফলন পাওয়া যাবে। এ কারণে কৃষকদের এই ধান চাষাবাদ করতে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে।

মাঝারি উঁচু জমিতে ব্রি-ধান ৭৫ চাষাবাদের ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, এ ধান চাষে কৃষকরা একটু যত্নশীল হলে এর ফলন ভালো হয়। তাই বর্তমান বাংলাদেশে পরিবর্তিত জলবায়ুর সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর লক্ষ্যে ব্রি-ধান ৭৫ জাতের ধানের চাষের ব্যাপকতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।